৫ম পর্ব ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীদের একাউন্টিং (২৫৮৪১) বিষয় কোর্সে সবাইকে

শুভেচ্ছা

মোঃ জেয়াউল হক
চিফ ইন্সট্রাক্টার (নন-টেক)
রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর

আজকে তৃতীয় ও ৪র্থ অধ্যায় আলোচনা করা হচ্ছে।

৩য় অধ্যায়ঃ-হিসাব লিখন পদ্ধতি (Entry System)

- **৩.১ লেনদেনের সত্তা (State the aspects in a Transactions)**
- কোন লেনদেন সংঘঠিত হওয়া মাত্র দু’তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে দাতা গ্রহীতায় ভাগ করে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া হলো লেনদেনের দ্বৈত সত্তা। এরুপ ক্ষেত্র দু,টি পক্ষ বিদ্যমান থাকে। এক পক্ষ দাতা, অন্য পক্ষ গ্রহীতা।

৩.২ একতরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা (Define single entry system.)

কোন লেনদেন সংঘঠিত হওয়া মাত্র দ্বৈত সত্তায় ভাগ না করে ইচ্ছামত হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করাকে একতরফা দাখিল পদ্ধতি বলে।

অন্য কথায় বলা যায়, ১৪৯৪ সালে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি আবিস্কৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত যে হিসাব পদ্ধতি চালু ছিল তা একতরফা দাখিলা পদ্ধতি ।

Prof. H Banerjee বলেন, "Any system which ignores the two fold aspect of each transaction is termed as Single Entry" অর্থাৎ যে হিসাব লেনদেনর দ্বৈত সত্তা পরিহার করে হিসাব রাখা হয় তাকে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।

৩.২.১ একতরফা দাখিলা পদ্ধতির উদ্দেশ্য(State objectives of single entry system)

কোন লেনদেন সংঘঠিত হওয়া মাত্র দ্বৈত সত্তার জ্ঞান না করে ইচ্ছামত হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করাকে একতরফা দাখিল পদ্ধতি বলে। যে উদ্দেশ্যে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখা হয় তা নিম্নরূপঃ

১। মনগড়া পদ্ধতিঃ হিসাব শাস্ত্রের সঠিক জ্ঞান না থাকলে ও এ হিসাব পদ্ধতি দ্বারা হিসাব রাখা যায়।

২। ব্যক্তিগত হিসাব পদ্ধতিঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হিসাব রাখা হয়।

৩। হিসাব শাস্ত্রের জ্ঞানঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার জন্য হিসাব শাস্ত্রের সঠিক জ্ঞানের প্রয়োজন পরে না।

৪। হিসাব সংখ্যাঃ এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখার জন্য হিসাবের জ্ঞান করার দরকার হয় না।

৫। ব্যয় কমঃ মনগড়া ও ব্যক্তিগত ভাবে হিসাব রাখার ফলে ব্যয় নিয়ন্ত্রন করা সহজ হয়।

৬। নমনীয়তাঃ নির্দিষ্ট নিয়মে হিসাব রাখা হয় না তাই হিসাব তৈরির পর যে কোন সময় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যায়।

৭। গোপনীয়তাঃ এ পদ্ধতিতে কারবারের গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব।

৩.২.২ একতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা(Discuss the advantages of single entry system)

একটি অপূর্ণাঙ্গ ও মিশ্র পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও এ পদ্ধতিতে নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী হিসাবরক্ষণের সুবিধা থাকায় বর্তমান বিশ্বের বহু দেশে এমনকি আমাদের দেশে খুচরা কারবার সমূহে এর উপযোগিতা রয়েছে। সুবিধা সমূহ নিম্নরূপঃ

১. সহজ পদ্ধতিঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি সহজ পদ্ধতি। যে কেহ ইচ্ছা করলে এটি সহজে ব্যবহার করতে পারে।

২. হিসাবশাস্ত্র জ্ঞানের প্রয়োজন নেইঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণের জন্য হিসাব শাস্ত্রের জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না। এটি এর একটি বড় গুণ বা সুবিধা।

৩. স্বল্প ব্যয়ঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য যেহেতু কোন নীতি অনুসৃত হয় না তাই এটি প্রয়োগে ব্যয় কম হয়।

৪. কম সময় সাপেক্ষঃ এ পদ্ধতি প্রয়োগে রীতি পদ্ধতি না থাকায় এ পদ্ধতি প্রয়োগে সময় কম লাগে।

৫. হিসাবের স্বল্পতাঃ এ পদ্ধতিতে দুতরফার ন্যায় ডেবিট বা ক্রেডিট সূত্র মানা হয় না বলে এ পদ্ধতিতে হিসাব সংখ্যা কম থাকে।

৬. গোপনীয়তাঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাবের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় থাকে। এটি এর একটি সুবিধা।

৭. প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ: এ হিসাবে নামিক হিসাব উপেক্ষা করা হলেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রক্ষা করার ফলে জরুরী তথ্যাদি পাওয়া যায়।

- **৩.২.৩ একতরফা দাখিলা পদ্ধতির অসুবিধা বর্ণনা কর (Discuss the disadvantages of single entry system.)**

১। বিশ্বাসযাগ্যতাঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা হিসাব রাখার ফলে আয় ব্যয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না।

২। মিলকরণঃ একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রাখার ফলে মিলকরণ করা সম্ভব হয় না।

৩। লাভ লোকসান নির্ণয়ঃ এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে সঠিক ভাবে লাভ লোকসান নির্ণয় সম্ভব হয় না।

৪। ব্যক্তিগত পদ্ধতিঃ এ হিসাব পদ্ধতি একটি ব্যক্তিগত পদ্ধতি ফলে সম্পত্তির সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না।

৫। সঠিক দায় নির্ণয়ঃ মনগড়া ও ব্যক্তিগত ভাবে হিসাব রাখার ফলে সঠিক দায় জানা যায় না।

৩.২. দু' তরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা (Define Double Entry System)

যে পদ্ধতির মাধ্যমে লেনদেন সমূহকে দ্বৈত সত্বার বিভক্ত করে একদিকে ডেবিট এবং অন্যদিকে ক্রেডিট রূপে বিভক্ত করে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয় তা দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি।

অন্য কথায় বলা যায়, লেনদেনে সমূহকে লেখার পূর্বে দু ভাগে ভাগ করা হয়। যে পদ্ধতিতে বিভক্তিকরণ করা হয় তা দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি।

১৪৯৪সালে ইতালী দেশীয় গণিত শাস্ত্রবিদ ধর্মযাজক লুকাপ্যাসিওলি সর্ব প্রথম দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির আবিষ্কার করেন।

১. এ সম্পর্কে Prof: H. Banerjee বলেন, "The system of recording the two fold aspects of a transaction is known as Double Entry." (অর্থাৎ কোন লেনদেনের দু'টি পক্ষ লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।)

২. R. N. Carter বলেন, "Every debit must have a corresponding credit and vice-varsa" অর্থাৎ প্রতিটি ডেবিট এর অনুরূপ ক্রেডিট থাকবে এবং প্রতিটি ক্রেডিট এর অনুরূপ ডেবিট থাকবে।

৩.২.১ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা (Discuss the advantages of Double entry system)

দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য, বিজ্ঞানসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য একটি হিসাব পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণে অনেকগুলো সুবিধা বিদ্যমান। তাই এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি। নিম্নে এর সুবিধা বর্ণিত হলোঃ

১. লেনদেনের পরিপূর্ণ হিসাবঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে প্রতিটি লেনদেনের পরিপূর্ণ হিসাব পাওয়া যায়।

২. গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাইঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব।

৩. সঠিক লাভলোকসান নির্ণয়ঃ এ পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে ক্রয় বিক্রয়, লাভ লোকসান নির্নয় করা সহজ হয়।

৪. আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিকে হিসাব রাখার ফলে একটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক অবস্থা নির্নয় করা যায়।

৫. পাওনা ও দেনার পরিমান নির্ণয়ঃ এ পদ্ধতির দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক দেনা ও পাওনার পরিমান নিরূপন করা সম্ভব হয়।

৬. জালিয়াতি প্রতিরোধঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা বিজ্ঞানভিত্তিক হিসাব রাখার ফলে জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হয়।

৭. ভবিষ্যৎ রেকারেন্সঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি মতে হিসাব রাখার ফলে এটি ভবিষ্যতে রেফারেন্স হিসেবে কাজ করে।

৮. তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ এর মাধ্যমে হিসাব রাখার ফলে পূর্ববর্তী বছরের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

৯. সঠিক কর নির্ধারণঃ দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে কর কর্তৃপক্ষ সঠিক সময়ে কর নির্ধারণ করতে পারে।

৩.৩ দু'অঙ্কীয় দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি (Discuss The Principles of double entry System)ঃ

কোন লেনদেন সংঘঠিত হওয়া মাত্র দ্বৈত সত্তার জন্য করে অর্থাৎ একটিকে ডেবিট এবং অন্যদিকে ক্রেডিট রূপে বিভক্ত করে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিকে দু'অঙ্কীয় দাখিলা পদ্ধতি বলে। যে সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে দু'অঙ্কীয় দাখিলা প্রস্তুত করা হয় এগুলো দু'অঙ্কীয় দাখিলার মূলনীতি। নিম্নে দু'অঙ্কীয় দাখিলার মূলনীতি গুলি আলোচনা করা হলোঃ

১। দ্বৈত সত্তার বিভক্তিকরণ ঃ লেনদেন সংঘঠিত হওয়া মাত্র দ্বৈত সত্তার জন্য করে অর্থাৎ যে পরিমান টাকা ডেবিট, সে পরিমান টাকা ক্রেডিট করা।

২। দাতা গ্রহীতা নির্ণয় ঃ প্রতিটি লেনদেনের দাতা ও গ্রহীতা সঠিক ভাবে নির্ণয় করাই দু'অঙ্কীয় দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি।

৩। অর্থের অংকের সমতা ঃ দু'অঙ্কীয় দাখিলা পদ্ধতিতে যে পরিমান টাকা ডেবিট করা হয় অপর পক্ষে সম পরিমান টাকা ক্রেডিট করে সমতা বিধান করা।

৪। ডেবিট ক্রেডিট খাত ঃ দু'অঙ্কীয় দাখিলা পদ্ধতিতে সুবিধা গ্রহণকারীকে ডেবিট এবং সুবিধা প্রদানকারীকে ক্রেডিট করা।

৫। সঠিক আর্থিক চিত্র ঃ দু'অঙ্কীয় দাখিলা পদ্ধতিপ্রয়োগ করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সঠিক আর্থিক চিত্র পাওয়া যায়।

৬। লাভ লোকসান নির্ণয় ঃ দু'অঙ্কীয় দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি অনুসারে হিসাব রাখায় ফলে প্রতিষ্ঠানের সঠিক লাভ বা ক্ষতি জানা যায়।

৭। সহজ ব্যবহার ঃ সর্বোপরি বলা যায় দু'অঙ্কীয় দাখিলা আবিষ্কারের ফলে হিসাবের ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবসান ঘটে এ দু'অঙ্কীয় দাখিলা পদ্ধতিকে সহজে হিসাব নির্ণয়ে প্রয়োগ করা হয়।

৮। কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাঃ এ পদ্ধতিতে কারবার ও মালিক দুটি পৃথক সত্তা হিসাবে কাজ করে।

৯। নির্ভুল হিসাব ব্যবস্থাঃ সর্বপরি দুঅঙ্কীয় দাখিলা পদ্ধতি একটি নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত হিসাব পদ্ধতি।

৩.৪ এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি ও দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য
(Distinguish between Single Entry and Double Entry System of Book-Keeping)

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাবের ক্ষেত্রে আদি ও পুরোনো ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কিন্তু দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মতপদ্ধতি। এ দু' পদ্ধতির মধ্যে যে সমস্ত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপঃ

শিরোনাম	এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি	দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি
১। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি	এ পদ্ধতিতে কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। যথাযথ ও অবৈজ্ঞানিক ভাবে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।	এ পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট ভাবে দ্বৈত সত্তা অনুসরণ করে হিসাব রাখা হয়। এটি একটি বৈজ্ঞানিক হিসাব পদ্ধতি।
২। সংজ্ঞাগত পার্থক্যঃ	যে হিসাব পদ্ধতিতে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতির মূলনীতি অনুসৃত হয় না তাকে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।	যে পদ্ধতিতে লেনদেন সমূহকে দ্বৈত সত্তার আলোকে হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাকে দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।
৩। সঠিক চিত্র	এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক চিত্র পাওয়া যায়না।	দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক চিত্র পাওয়া যায়।
৪। শুদ্ধতা যাচাই	এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায় না বলে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায় না।	দু তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায়। বলে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা যায়।
৫। লাভক্ষতি নির্ণয়	এ পদ্ধতি দ্বারা সঠিক লাভক্ষতি জানা যায়না।	এ পদ্ধতি দ্বারা সঠিক লাভক্ষতি জানা যায়।

৩.৫ একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অপেক্ষা দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি উন্নততর কেন তা বিশ্লেষণ কর।
(Justify Whether Double Entry System is Important over Single Entry System.)

(১) সঠিক আর্থিক চিত্র : একতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব রাখার ফলে সঠিকভাবে আর্থিক চিত্র প্রদর্শিত হয় না। কিন্তু দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা সঠিক আর্থিক অবস্থা জানা যায়।

(২) গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই : দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হলে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব কিন্তু একতরফা হিসাবে তা সম্ভব নহে। এজন্য দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা অপেক্ষা উন্নততর।

(৩) লাভ লোকসান নির্ণয় : দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে আর্থিক বৎসর শেষে সঠিক লাভলোকসান জানা যায় কিন্তু একতরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা তা সম্ভব নহে। এজন্য দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা অপেক্ষা উন্নততর।

(৪) জালিয়াতি রোধ: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে অর্থাৎ যে পরিমান টাকা ডেবিট সঙ্গে সঙ্গে সেপরিমান টাকা ক্রেডিট করা হয়, ফলে চুরি ও জালিয়াতি হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে একতরফায় তা সম্ভব নহে। এজন্য দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা অপেক্ষা উন্নততর।

(৫) দেনা পাওনা নির্ণয় : দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা ব্যবসায়ী মোট দেনা পাওনার সঠিক পরিমান জানতে পারেন কিন্তু একতরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা তা সম্ভব নহে। এজন্য দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা অপেক্ষা উন্নততর।

(৬) মূল্য নির্ধারণ : দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক বিজ্ঞানসম্মত হিসাব রাখার ফলে সঠিক মূল্য নির্ধারণ সম্ভব কিন্তু একতরফা দাখিলায় তা সম্ভব নহে। এজন্য দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি একতরফা অপেক্ষা উন্নততর।

(৭) সঠিক তথ্য : একতরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা ব্যবসায় সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না কিন্তু দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব।

(৮) প্রয়োগ : দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ করা সম্ভব কিন্তু একতরফা দাখিলা পদ্ধতির কোন সুনির্দিষ্ট প্রয়োগের নিয়ম নাই সুতরাং একতরফা একটি জটিল পদ্ধতি।

(৯) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ: বিজ্ঞানসম্মত ভাবে হিসাব রাখার ফলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে জরুরী তথ্যাদি পাওয়া যায়।

(১০) খাতওয়ারি আয় ব্যয় নির্ধারণ: দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখার ফলে খাতওয়ারি হিসাব বের করা সহজ হয়।

৪র্থ অধ্যায়

হিসাব জগতে সবাইতে স্বাগতম(Accounts)

Types of Accounts

- Real Account
- Personal Account
- Nominal Account

Accounts meaning

"An account is a statement of a particular matter or service of dealings expressed according to Book-Keeping in words and figures‘’

৪.১ হিসাবর সংজ্ঞা (Define Accounts)

একই শিরানামে সাজানো কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান, সম্পত্তির, আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণীকে হিসাব বলে। যেমনঃ রহিম হিসাব, ব্যাংক হিসাব ইত্যাদি।

১. **এ সম্পর্ক এল, সি, ক্রোপার** এর মত, "An account is a statement of a particular matter or service of dealings expressed according to Book-Keeping in words and figures" (অর্থাৎ হিসাব হলো এমন একটি বিবরণী যা কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনা সমূহকে বুক-কিপিং এর নীতি অনুযায়ী কথায় ও অংকে প্রকাশ করে।

২. **স্পাইজার ও পেগলার** এর মত, "The account which receives value is debited. The account which gives value is credited." অর্থাৎ গৃহীত ডেবিট মুল্য ও প্রদত্ত ক্রেডিট মুল্য হিসাব।

হিসাবের শ্রেণিবিভাগ-Explain the different type of Accounts

- **Account**

1. Personal Account

a. Debtors Account b. Creditors Account

2. Impersonal Account

a. Real Account b. Nominal Account

B 1.. Income Account B.2. Expenditure Account

**হিসাবের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। বাকাশিবো-২০১৫

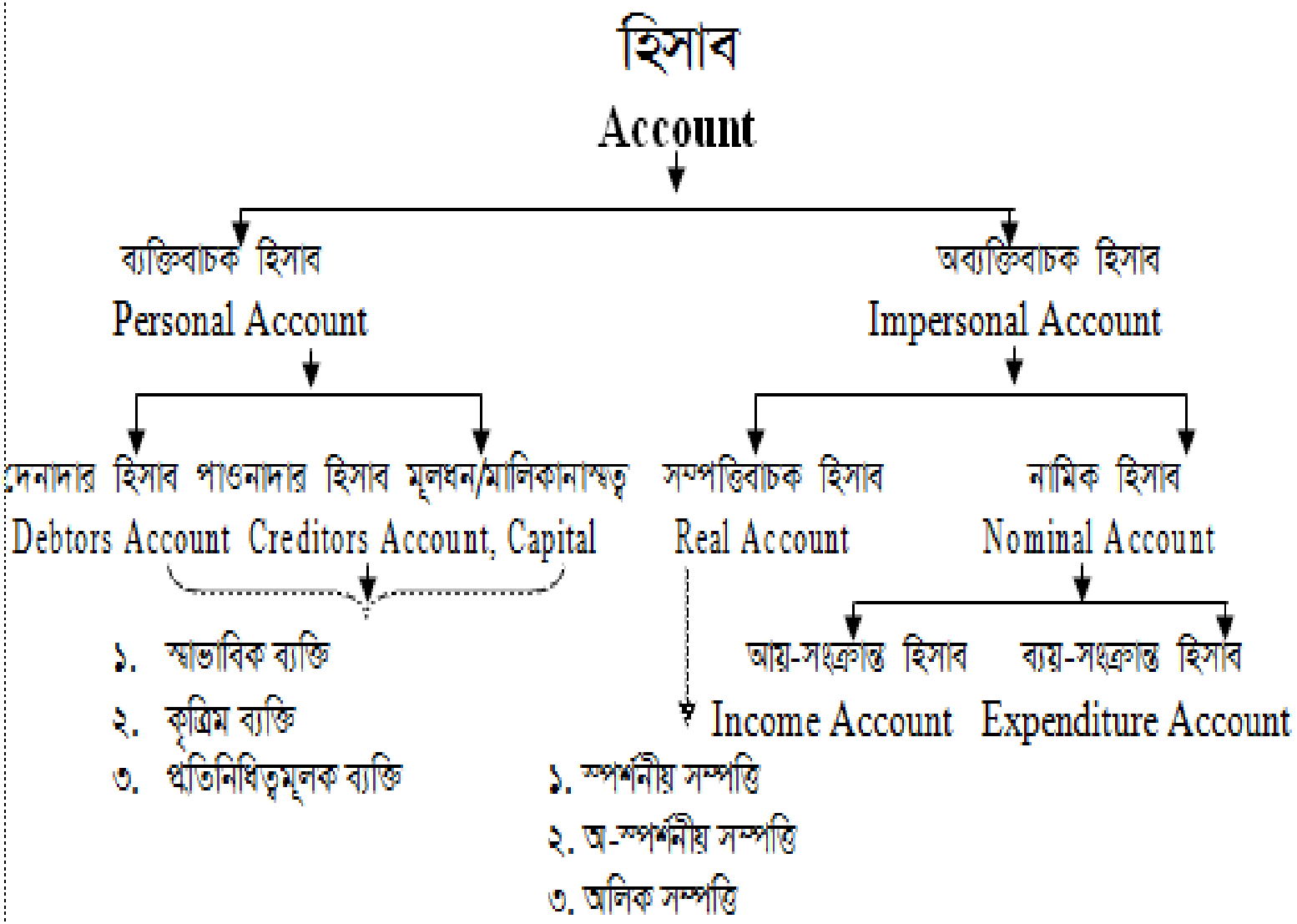

Golden Rule/ স্বর্ণ সূত্র

- Which system are find out debit and credit of all transactions in known as Golden rules. যে সূত্রের সাহায্যে দাতা গ্রহীতা নির্ণয় করা হয় উহাই স্বর্ণ সূত্র।

State the rules for debit and credit in each class of accounts

1) Personal Account (Debit the receiver of the benefit)

(Credit the giver of the benefit)

2) Real Account (Debit what comes in)

(Credit what goes out)

3) Nominal Account (All expenses and losses are Debit)

(All income and gains are Credit)

উত্তরঃ দাতা গ্রহীতা নির্ণয়ের স্বর্ণ সূত্র নিম্নরূপ ঃ

১) ব্যক্তি বাচক হিসাব (Personal Account)

গ্রহীতাকে ডেবিট করতে হবে (Debit the receiver of the benefit)

দাতাকে ক্রেডিট করতে হবে।(Credit the giver of the benefit)

২) সম্পত্তি বাচক হিসাব(Real Account)

যা আসে তা ডেবিট করতে হবে (Debit what comes in)

যা চলে যায় তা ক্রেডিট করতে হবে(Credit what goes out)

৩) নামিক হিসাব(Nominal Account)

সকল খরচ ও ক্ষতি ডেবিট করতে হবে(All expenses and losses are Debit)

সকল আয় ও লাভকে ক্রেডিট করতে হবে(All income and gains are Credit)

(খ) দাতা গ্রহীতা নির্ণয়ের আর একটি আধুনিক পদ্ধতি আছে তা নিম্নরূপঃ

হিসাব- নিকাশ সমীকরণের (Accounting Equation) ভিত্তিতে ডেবিট ও ক্রেডিট নিরূপণ করা যায়। এটি হলঃ

সম্পত্তিসমূহ(Assets) =দায়সমূহ(Liability) + স্বত্বাধিকার (Proprietorship)

সংক্ষেপেঃ Assets = Liability + Proprietorship

ক্রমিক নং	বিষয়	হিসাব	ডেবিট ও ক্রেডিট
১	সম্পত্তিসমূহ	সম্পত্তি বৃদ্ধি সম্পত্তি হ্রাস	ডেবিট ক্রেডিট
২	দায়সমূহ	দায়ের হ্রাস দায়ের বৃদ্ধি	ডেবিট ক্রেডিট
৩	স্বত্বাধিকার	স্বত্বাধিকারের হ্রাস স্বত্বাধিকারের বৃদ্ধি	ডেবিট ক্রেডিট

প্রশ্নঃ নিম্নলিখিত লেনদেন গুলোর স্বর্ণসূত্র প্রয়োগে দাতা ও গ্রহীতা নির্ণয় কর।

১। জনাব কাদেরুল মূলধন নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ করলেন	৫০,০০০/-টাকা
২। সুমনের নিকট ধারে মাল ক্রয় করা হল	১০,০০০/-টাকা
৩। ব্যাংকে জমা দেওয়া হল	৫,০০০/-টাকা
৪। সুমনকে পরিশোধ করা হল	৪,০০০/-টাকা
৫। যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হল	২০,০০০/-টাকা
৬। কু-ঋণ লিখা হল	৫০০/-টাকা
৭। ব্যাংক হতে উত্তোলন করা হল	১,০০০/-টাকা
৮। দেনাদারের নিকট হতে পাওয়া গেল	৩,০০০/-টাকা
৯। কমিশন পাওয়া গেল	১,০০০/-টাকা
১০। বেতন দেওয়া হল	৫,০০০/-টাকা
১১। বাকিতে মাল ক্রয়	৭,০০০/-টাকা
১২। বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ক্রয়	৫০,০০০/-টাকা
১৩। বিনা মূল্যে পণ্য বিতরণ	৫,০০০/-টাকা
১৪। ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সুদ	১,০০০/-টাকা
১৫। ঋণের সুদ দেওয়া হল	৩,০০০/-টাকা

অনেকে বইয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করে

বোর্ড সিলেবাসে বই এর নাম উল্লেখ আছে

যেমন- প্রফেসর গাজী আব্দুস সালাম

পরেশ মন্ডল, হক ও হোসাইন, ভৌমিক দত্ত স্যান্যাল

সবাইকে ধন্যবাদ